"মিষ্টি বাচ্চারা - অন্তর্মুখী হয়ে পড়াশোনায় তৎপর থাকো, শ্রীমতানুসারে সদা চলতে থাকো তবেই তোমাদের ভাগ্য অত্যন্ত উচ্চ হয়ে যাবে, এই সময় হলো নিজের সৌভাগ্য গঠন করার"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের উচ্চ সৌভাগ্য কোনটি, যার আধারে তোমরা সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্যকে জেনে যাও?

*উত্তরঃ - স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া - এ হলো সবথেকে উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ) ভাগ্য। তোমরা ব্রাহ্মণেরা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো। তোমরা নিজেদের সৌভাগ্যকেও জানো তো সমগ্র সৃষ্টির সৌভাগ্যকেও জানো। বাবা এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের হীরের সমান সৌভাগ্য গঠন করতে। স্মৃতিতে যেন থাকে যে স্বয়ং ভগবান আমাদের সৌভাগ্য বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন তবেই সৌভাগ্য তৈরী হতে থাকবে।

*গীতঃ- আগামী কালের তোমরা....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গানের দু'চারটি শব্দ শুনেছে। শুনলেই নিজের সৌভাগ্যের নেশা চড়ে যাওয়া উচিত। এ হলো অবিনাশী নেশা, নেমে যাওয়া উচিত নয়। কোনো মানুষ যখন ধনবান, পদমপতি হয় তখন তার রাত-দিন নেশা থাকে -- আমি অত্যন্ত ধনশালী, সম্পদশালী। নেশা চড়েই সম্পদের। তাহলে বাবা হলো সৌভাগ্য গঠনকারী। এখন তো ভাগ্য নষ্ট হয়ে রয়েছে। কড়িতুল্য ভাগ্য নাকি হীরেতুল্য ভাগ্য, তা তোমরা জাজ (বিচার) করতে পারো। অসীম জগতের বাবা সম্মুখে বসে সৌভাগ্য গঠন করেন। তা তোমরা দেখে থাকো, জেনে থাকো। পরমপিতা পরমাত্মাকে দেখো বা জানো ? বাচ্চারা জানে, আমরা হলাম আত্মা। অবশ্যই আত্মাকে দেখেনা কিন্তু নিশ্চয় রয়েছে আমরা হলাম আত্মা, স্টারের মতন। ভ্রকুটির মধ্যভাগে থাকে। বাচ্চারা, এই সময় তোমাদেরকে আত্ম-অভিমানী হতে হবে। এই দেহতে বসবাসকারীকে আত্মা-দেহী বলা হয়ে থাকে। আত্মার অভিমান রয়েছে যে আমাদের সঙ্গে পরমপিতা পরমাত্মা এসে মিলিত হয়েছেন। বাচ্চারা বাবার কাছে জন্ম নেয় তখন উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। তারপর কেউ তো পাই-পয়সার ভাগ্য পেয়ে যায়, কেউ তো কিছুই পায় না। কেবল জন্মই হয়। কেউ-কেউ আছে যাদের ৫-৬টি বাচ্চা রয়েছে। ডাক (চাকরীর) কম পায় তখন মনে করে আমাদের ভাগ্যে এই ছিল। অন্যদের দেখে -- তাদের ভাগ্যে কত মহল-অট্টালিকা, মুকুট বা সিংহাসন রয়েছে। মানুষের ভাগ্যের ভ্যারাইটি (বিবিধতা) রয়েছে, তাই না ! তাহলে এখন তোমরা নিজের ভাগ্যকে জানো যে কোন্ ভাগ্যের জন্য আমরা পুরুষার্থ করছি। ধনের জন্য, সুখের জন্য। মানুষ পুরুষার্থ করেই। ধনবান মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন ভালো ভালো ডাক্তারেরা ওষুধপত্র দেয়। মনে করে ধনের দ্বারা ভালো ওষুধপত্র পাওয়া যাবে। তাহলে ধনের কথাই হয়ে থাকে, তাই না ! তোমরা অত্যন্ত ভালো সৌভাগ্য তৈরি করো শ্রীমতের দ্বারা। বাচ্চারা জানে বাবা উচ্চ থেকে উচ্চ ভাগ্য তৈরি করেন কারণ স্বয়ং হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ(সর্বোচ্চ)। এখন তোমরা ওঁনার সম্মুখে বসে রয়েছো, তাই না? মা বাবার ঘরে বসে রয়েছে। কোনো রাজা রানী থাকলে তখন তারা মনে করে আমরা এমন কর্ম করেছি যে রাজত্বের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। এখন তোমরা জানো যে আমরা যে এই লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র দেখি তারাও অবশ্যই পূর্ব জন্মে সৌভাগ্য গঠন করেছিলেন। তোমাদের এই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। মানুষের বুদ্ধিতে এ'কথা আসে না। মানুষ এত ধনবান মানুষ হয়েছে, তাদের এই ভাগ্য কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে? বলবে এমন কার্য করেছে যে এত ধনবান হয়ে গেছে। কর্মের ফল আছে, তাই না ! গায়নও করে থাকে যে কর্মের গতি হলো পৃথক। মানুষ পূর্বের কর্ম অনুসারেই ভোগে। এখন তোমরা বড়র থেকেও বড় লক্ষ্মীনারায়ণের সৌভাগ্যের তুলনা করে। এই যে সত্যযুগের মালিক হয়েছে, এঁদের এরকম কর্মের গতি কে বানিয়েছেন যে বিশ্বের মালিক হয়ে গেছেন। তোমরা সমগ্র চক্রকে জেনে গেছো।

তোমরা ব্রাহ্মণেরা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো। অন্য ব্রাহ্মণেরা তো স্বদর্শন চক্রধারী হবে না। তারাও ব্রাহ্মণ, তোমরাও হলে ব্রাহ্মণ। কিন্তু তোমরা জানো যে আমরা হলাম প্রকৃত ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার মুখ বংশজাত। অবশ্যই ব্রহ্মাও কারোর সন্তান হবে। তিনি হলেন শিববাবার সন্তান। শিববাবা হলেন রচয়িতা, ওঁনার কোনো বাবা নেই। তাহলে এখন তোমাদের সৌভাগ্য গঠন করেন পরমপিতা পরমাত্মা। বাবার থেকেই সৌভাগ্য তৈরি হয়। কাকা, চাচা, মামা ইত্যাদিদের থেকে হয় না। কারোর হতে পারে। যদি সে অ্যাডপ্ট করে তবেই। বাচ্চারা, তোমাদেরও অ্যাডপ্ট করা হয়েছে, ড্রামা অনুসারে পূর্বকল্পের মতন। ওঁনার থেকে উঁচু কেউ নেই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার এত সন্তান, ঢের ঢের। তাদের বাবার থেকে কি উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় ? তোমরা বোঝ যে শিববাবা হলেন সকল আত্মাদের বাবা আর ব্রহ্মা হলেন সকল জীব আত্মাদের বাবা। তোমরা এখানে ভাই বোন হয়ে যাও। বাচ্চারা, বাবা তো তোমাদের বলেন -- দেখেছো, তোমাদের ভাগ্য কত উঁচু।

আমি তোমাদের পড়িয়ে কত সৌভাগ্যশালী বানিয়ে দিই। অবশ্যই সত্যযুগের আদিতে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ বা এই স্বর্গবাসীদের রাজধানী ছিল। তাদের কত উচ্চ ভাগ্য বানিয়ে দিয়েছি। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই রহস্য রয়েছে যে শিববাবা ওনাদের উচ্চ সৌভাগ্য তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেই সৌভাগ্য ভোগ করে ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছেন। এখন পুনরায় সেই সৌভাগ্যই গঠন করছেন। এ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। জ্ঞানেরসাগর শিববাবা ব্যতীত কেউই বোঝাতে পারে না। এমন পিতা কত লাভলী(সুন্দর)। বাবাও বলেন তোমরাও হলে লাভলী বাচ্চা। তোমাদের আমি আদেশ করি যে নিরন্তর আমায় স্মরণ করার অভ্যাস করো, তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে শিববাবা এখন এই ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে সম্মুখে রয়েছেন। বাবা বুঝিয়েছেন, আমি তো সদাই নিরাকার। আমার নাম হলোই শিব। আমি সাকারে এসে পুনর্জন্ম গ্রহণ করি না। এখন আমি এসেছি। তোমরা জানো কে কথা বলছে। তোমাদের বুদ্ধি উপরে চলে যায়। সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি হলেন সৌভাগ্য গঠনকারী। হেভেনলী গডফাদার হেভেন স্থাপন করবেন, তাই না ! তোমরা জানো বাবা কিভাবে ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে সম্মুখে এসে কথা বলেন। তিনি বলেন -- আদরের বাচ্চারা, এখন ড্রামা সম্পূর্ণ হয়েছে। আত্মা শোনে। আত্মাই জানে যে এ হলো যথার্থ কথা। বাবা বলেন -- যতখানি পারবে আমায় স্মরণ করো আর সমগ্র সৃষ্টি চক্রের নলেজ তোমাদেরকেই দিয়ে থাকি। কারোর ভালো মতন ধারনা হয়, কেউ ভুলে যায়। এখন তোমরা বসে রয়েছো, তোমাদের এই জ্ঞান অমৃত প্রদান করছি অথবা পড়াশোনা করাচ্ছি। সম্মুখে শিববাবা বসে রয়েছেন। তিনি জনম-মরণে আসেন না। তোমাদের জন্ম বাই জন্ম (প্রতি জন্মে) নাম, রূপ, দেশ, কাল বদল হতে থাকে। ফীচার্স (চেহারা) সদাই আলাদারকমের প্রাপ্ত হয়। এ হলো কত গোপন সূক্ষ্ম কথা। তোমাদের আত্মা প্রতিমুহূর্তে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য নেয়। এই সময় যে রূপ তোমাদের রয়েছে অন্য জন্মে তা থাকবে না। একটিও মিলবে না অন্যের সঙ্গে। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় নেয় তখন তার অ্যাক্টিভিটি, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি সবকিছুই বদল হয়ে যায়। আত্মাকে কত বিভিন্ন রকমের ভূমিকা পালন করতে হয়। বিভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল, অ্যাক্টিভিটির দ্বারা ভূমিকা পালন করতে হয়। অ্যাক্টিভিটিও বদল হতে থাকে -- কখনো রাজার, কখনো ফকিরের। এমন নয় যে কখনো কুকুর-বিড়ালও হবে। না। এখন তোমরা জানো যে আমরা ভবিষ্যতে প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছি। এই মাম্মা-বাবাও পুরুষার্থ করছেন। তারপর ভবিষ্যতে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। আমরাও যতখানি নিজের ভাগ্য বানানোর জন্য পুরুষার্থ করবো ততই প্রচুর পরিমাণে সুখ প্রাপ্ত হবে। এ হলো অনেক বেশি পরিমাণে উপার্জন। ওরা তো অল্প কালের সুখের জন্য পড়াশোনা করে এই জন্মেই ব্যারিস্টার ইত্যাদি হবে। পরজন্মের তো কথাই নেই। সেও হবে, নাও হতে না, হতেও পারে। তোমরা তো বোঝো যে আমরা ভবিষ্যতে স্বর্গে অবশ্যই যাবো। তখন সেখানে দেবী-দেবতা বলা হবে। এ'কথা কখনো ভুলবেনা যে বাবার থেকে আমরা স্বর্গের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়েই ছাড়বো। উচ্চ থেকে উচ্চ হয়েই দেখাবো। গডফাদার পড়িয়ে থাকেন, আমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করে ২১ জন্মের জন্য নিজের প্রালব্ধ তৈরী করবো। এই সময় যত পুরুষার্থ করবে ততই উচ্চ ভাগ্য তৈরি করতে পারবে। সেই ভাগ্য প্রতিকল্পে বজয় থাকবে। সেই জন্য এই সময় সৌভাগ্যের জন্য ভালো পুরুষার্থ করা উচিত। এ হলো বড় উচ্চ সৌভাগ্য। প্রচুর সুখ আছে। অবশ্যই এখানে কারোর কাছে কোটি রয়েছে কিন্তু সামান্যতম সুখ নেই। ওখানে তো সম্পূর্ণ শান্তি আরামে প্রালব্ধ (ফল) ভোগ করবে। এখানে তো কত বিপর্যয় আসতেই থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে একদম দেউলিয়া হয়ে যায়। মারা যেতে থাকবে। অবশ্যই ইনশিয়োর করে কিন্তু ইনশিয়োরেন্স কোম্পানীও কি করতে পারে? হিরোশিমার কি অবস্থা হয়েছিল! কত মানুষ মারা গিয়েছিল! ইনশিওরেন্স কোম্পানীও দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। এখানেও এরকমই হবে। সব শেষ হয়ে যাবে। ইনশিওরেন্স কোম্পানীও কাকে কাকে পয়সা দেবে? কোন্ দুই একজনের প্রদীপ জ্বালবে?

মানুষের কত অন্ধবিশ্বাস ! বিশিষ্ট (গণ্যমান্য) ব্যক্তিদের অনেক সম্মান। ঋষি-মুনিদের তাদের থেকেও বড় বলে মনে করে। রিলিজিয়ানকে (ধর্ম) না মানলেও সন্ন্যাসীদের অবশ্যই নমন করে থাকে। সাধুদের সামনে গিয়ে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করবে। সাধু তাদের সামনে করবে না কারণ মনে করে -- আমি হলাম উচ্চ পবিত্র। এই বাবা বলেন আমার আদরের বাচ্চারা -- আমি বাচ্চাদেরকে নমস্কার করি। তোমরা তো হলে আমার শির মুকুট। তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক হলে তোমরা। তোমরা হলে ডবল মালিক। আমি হলাম সিঙ্গেল, কেবল ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। এইরকম কথা বাবা ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারে না। তাহলে এইরকম বাবাকে কতই না স্মরণ করা উচিত, যাঁর মাধ্যমে এইরকম উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাবা বলেন -- দেখো, কত বাচ্চারা এখান থেকে চলে যায়। তারপর ৬ মাসে পরেও বাবাকে খুব কম জনই পত্র লেখে। আরে, প্রাণ প্রদানকারী প্রাণের থেকেও প্রিয় বাবাকে পত্র লেখে না। স্ত্রী-পুরুষ একে-অপরকে পত্র লেখে তখন বলে প্রাণেশ্বর অমুক, বাস্তবে সে তো কোনো প্রাণেশ্বর নয়। প্রাণেশ্বর হলেন একমাত্র বাবাই। সকল প্রাণের ঈশ্বর বাবা হলেন অদ্বিতীয়। তিনি বলেন প্রাণেশ্বর বাচ্চারা অর্থাৎ প্রাণ রক্ষাকারী ঈশ্বরের বাচ্চারা। বাচ্চারা বলে থাকে প্রাণেশ্বর

বাবা, আমাদের প্রাণ রক্ষাকারী বাবা। এখান থেকেই এই নামকরণ হয়েছে। ভারতেই এমন প্রাণেশ্বর-প্রাণেশ্বরী লেখা হয়ে থাকে। কিন্তু তারা তাহয় না। প্রাণের দান তো বাবাই দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন তোমরা যখন আমার হয়ে যাও তারপর তোমাদের কেউ দুঃখ দিতে পারবে না। আত্মাই দুঃখ পায়, আত্মাই ফিল করে যে বাবা কতো ভালোবেসে বুঝিয়ে থাকেন। স্মরণও তাঁকে করে, মহিমাও করে থাকে। মাম্মাকেও কত স্মরণ করে। যারা অনেকের জন্য ভালো সার্ভিস করে তাদের কত উচ্চ পদমর্যাদা প্রাপ্ত হয়। তারপর তাদের পরে দ্বিতীয় নম্বরে হলো যারা সার্ভিসে বাবাকে ফলো করে। তোমাদের অত্যন্ত দয়াশীল হতে হবে। যেমনভাবে বাবা আমাদের তৈরি করেছেন, আমরাও আবার অন্যদেরও তৈরি করবো। কত বড় প্রপার্টির প্রাপ্তি হয় -- স্বর্গের রাজধানী ! ওখানে আমরা এত ঐশ্বর্যশালী হয়ে যাই যে সোনা-হীরের মহল নির্মাণ করবো। একটি মায়া জাদুকরের খেলা দেখানো হয়। সে দেখে সোনার ইঁট পড়ে রয়েছে, অল্প নিয়ে যাই। তোমরাও সাক্ষাৎকারে স্বর্গে হীরে-জহরতের মহল দেখো। সোনার খনি দেখো তখন মনে করো অল্প নিয়ে যাই। সূক্ষ্মলোকে সোনা পাওয়া যায় না। সোনা থাকে বৈকন্ঠে। তোমরা জানো ওখানে আমরা বিমানে করে গিয়ে খনি থেকে সোনা ভরে নিয়ে আসবো। সোনার বড়-বড় ইঁটও হয়। এখনো বড়-বড়দের(ধনী) কাছে সোনা তো পড়ে রয়েছে, তাইনা ! ভারতকে সোনা-রুপো তো অবশ্যই রাখতে হবে। সকলের কাছে বড় বড় গুহা (গুপ্ত স্থান) তৈরি করা রয়েছে, যেখানে থেকে কেউ লুট করতে না পারে। আগুনে জ্বলতে না পারে। তাহলে ওইসব ভবিষ্যতে তোমাদের হাতে চলে আসবে। যে এরোপ্লেন ইত্যাদির দ্বারা এখন বোমা ইত্যাদি বর্ষণ করা হয় বিনাশের জন্য, সেই জিনিসই আবার সুখের জন্য নিমিত্ত হয়ে যাবে। সত্যযুগে এ'সব ছিল তারপর প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন আবার তৈরি হচ্ছে। তোমরা জানো কিভাবে খনিগুলি থেকে গিয়ে নিয়ে আসা হয়। খনিগুলি সব নতুন হয়ে যায়। এখন তো পুরোনো। তাই এমন ভাগ্য গঠনকারী বাবার থেকে পুরোপুরি সৌভাগ্য নিয়ে নেওয়া উচিত। এতে গাফিলতি করা উচিত নয়। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। বাবা বলেন একের প্রতি মোহ নিবদ্ধ করো। স্বর্গকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের উচ্চ সৌভাগ্য গঠনের জন্য গাফিলতি করা উচিত নয়। শ্রীমতানুসারে ভালোভাবে চলে পড়াশোনার আধারে উচ্চ সৌভাগ্য গঠন করতে হবে।

২) প্রাণেশ্বর পিতার স্মরণে থেকে সকলকে প্রাণ দান করতে হবে। সকলের প্রাণ রক্ষা করতে হবে। কাউকে দুঃখী করা উচিত নয়।

বরদানঃ- মালিকভাবের স্থিতিতে থেকে প্রকৃতির দ্বারা সহযোগের মালা পরিধানকারী প্রকৃতি-জিৎ ভব

এখন থেকে প্রকৃতি তোমাদের অর্থাৎ মালিকদের আহ্বান করছে, চারিদিকের প্রকৃতির তত্ত্ব অস্থিরতার সৃষ্টি করবে কিন্তু যেখানে তোমরা প্রকৃতির মালিক হবে সেখানে প্রকৃতি দাসী হয়ে সেবা করবে, তোমরা কেবল প্রকৃতিজিৎ হয়ে যাও তবেই প্রকৃতি সহযোগের মালা পরাবে। যেখানে তোমাদের অর্থাৎ প্রকৃতিজিৎ ব্রাহ্মণেদের পা থাকবে, জায়গা থাকবে সেখানে কোনো ক্ষতি হতে পারে না। তুফান আসবে, ধরণী আন্দোলিত হবে কিন্তু বাইরে শূল (বড় বিপর্যয়) হবে আর এখানে কাঁটা (সামান্য অসুবিধা)। সকলেই তোমাদের দিকে স্থুল, সূক্ষ্ম সাহারা নেওয়ার জন্য ছুটবে।

স্লোগানঃ- যদি অলৌকিক সুখ বা মনরসের অনুভব করতে হয়, তবে মন্মনাভব'র স্থিতিতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;